যায়যায়দিন

তারিখ . 28. JAN..2009...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

বিদায়ঘণ্টার অপেক্ষায় ৬ ভিসি

দার্শনিক প্লেটো রাজাকে দার্শনিক এবং দার্শনিককে রাজা হতে নিষেধ করেছিলেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, দার্শনিক রাজা হলে দর্শনবিদ্যা তাকে দেশ পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। আবার রাজা দার্শনিক হলে ক্ষমতা দর্শনকে কলুষিত করতে পারে। কেননা দেশ পরিচালনায় তত্ত্বের চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারদর্শিতাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। তবে বাংলাদেশের মতো অতি বুদ্ধিমানের দেশে প্লেটোর এ তত্ত্ব খাটে তো নয়ই বরং এর বৈপরীত্যই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এরই প্রমাণ রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রেও শুরু হয় ক্ষমতা বদলের মহড়া।

একদল ছাত্রের ক্যাম্পাস দখলের সঙ্গে সঙ্গে একদল শিক্ষকেরও ক্ষমতার দরপতন। সম্প্রতি বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। দেশের জনগণ নির্মমভাবে দুর্নীতিবাজ ও স্বাধীনতাবিরোধী জোটকে প্রত্যাখ্যান করেছে দেশে একটি সামগ্রিক পরিবর্তনের আশায়। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ পরিবর্তনের হাওয়া খুব কমই বইছে।

ফলে প্রতিটি নতুন সরকার এলেই যে ধরনের ঘটনা ঘটে এবারো তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তাই বিদায় ঘণ্টা বাজছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় ভিসির। তবে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোনো কোনো ভিসি আবার স্বেচ্ছায় অবসর নেয়ার বা পদ ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ড. এসএমএ ফায়েজের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ওদিকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন। এক মাসের ছুটি নিয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। বুয়েটের ভিসির মেয়াদ ফেব্রুয়ারিতে শেষ হয়ে যাবে, সেখানেও আসবেন নতুন ভিসি। তবে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের ভিসিরাই বহাল থাকবেন।

২৪ মার্চ ২০০৮ থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দায়িত্ব পালন করছেন ড. মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান। শোনা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই নতুন কাউকে এই পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভিসি হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন সাবেক ভিসি ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল বায়েস, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবীর এবং অর্থনীতি বিভাগের আরেক অধ্যাপক ড. তাজুল ইসলাম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দায়িত্বে আছেন ড. বদিউল আলম। বিভিন্ন সূত্র থেকে শোনা যাচ্ছে, এখনো অনেকে আছেন যাদের কাছ থেকে তিনি অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেননি। তাই নিজ উদ্যোগে পদ বাঁচাতে তিনি আওয়ামীপন্থী ৩/৪ জন শিক্ষককে ঢাকায় পাঠিয়েছেন তার গা বাঁচাতে, যাতে ভিসি পরিবর্তন না হয় কিংবা একটু সময় দেয়া হয়। তবে খুব শিগগিরই তাকে হটিয়ে দেয়া হবে বলে গুঞ্জন আছে। এখানে সম্ভাব্য ভিসির তালিকায় আছেন : ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ আলম, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি ড. অনুপম সেন।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এম আমিনুল ইসলামও রয়েছেন সরে যাওয়ার অপেক্ষায়। ড. আমিনুলের স্থলে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সাবেক ভিসি অধ্যাপক সালাহউদ্দিন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি ড. আতফুল হাই শিবলী।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মামুনুল কেরামতকে সরিয়ে নতুন ভিসি হিসেবে যাদের নাম আলোচিত হচ্ছে তারা হলেন : সাবেক ভিসি ড. সাইদুর রহমান খান, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, একই বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুস সোবাহান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক এম শাহনেওয়াজ আলী।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এম মোফাখখারুল ইসলামকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অস্থিরতা চলছে। শোনা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই তাকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপাতত ভিসি পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানা গেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসির পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ভিসির রুমে তালা ঝুলিয়ে দেয়া, ভিসির রুম ভাঙচুরসহ রাজনৈতিক সহিংসতা চরম আকার ধারণ করছে। ফলে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে সেশনজটের। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্ররা, পিছিয়ে পড়ছে দেশ। আবার প্রশাসনিক জটিলতায় স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড। ওদিকে আবার ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠার পরিবর্তে মুখ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে দলীয় আনুগত্যকে। ফলে ভিসিদের কাছে সরকারি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও 'কগনিজেবল অফেন্স' হিসেবে গণ্য হচ্ছে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি নিয়োগে রাজনৈতিক আনুগত্যের চেয়ে মেধাবী, দেশপ্রেমিক ও নৈতিক চরিত্রের গুণে গুণান্বিত শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দেয়াই সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। কেননা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই একদিন এদেশকে নিয়ে যাবে উন্নতি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে।

রাশিদুল ইসলাম